[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এর কিছুক্ষণ পর বিকেল চারটার দিকে গাংনী শহরে লাঠিসোটা হাতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা। মিছিলটি উপজেলা জামায়াত কার্যালয় থেকে বের হয়ে হাসপাতাল বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। এ সময় তারা তাদের নেতার ওপর হামলার অভিযোগ তুলে বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান বাবলুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এর প্রতিবাদে সন্ধ্যায় পাল্টা বিক্ষোভ মিছিল করেন আসাদুজ্জামান বাবলুর সমর্থক বিএনপি নেতাকর্মীরা। উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গাংনী শহরে টানটান উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। যে কোনো বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়ালেও প্রশাসন বলছে, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে বিএনপির দেওয়া ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

নেপালে বিক্ষোভকারীদের আগুনে পুড়ল সংসদ ভবন

কাঠমান্ডুসহ নেপালের বিভিন্ন শহরে টানা সহিংস বিক্ষোভের মধ্যে মঙ্গলবার সংসদ ভবনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা। এর আগে প্রাণঘাতী দমন–অভিযান ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চাপের মুখে পদত্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি।

সংসদ সচিবালয়ের মুখপাত্র একরাম গিরি সংবাদমাধ্যমকে জানান, ‘শতাধিক বিক্ষোভকারী সংসদ ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং মূল ভবনে অগ্নিসংযোগ করে।’

দ্রুত ঘটনাস্থলে বিপুল নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হলেও ভবনের বড় অংশ দাউদাউ করে জ্বলতে দেখা গেছে।

অলি তার পদত্যাগপত্রে লিখেছেন, বর্তমান সংকটের ‘সংবিধানসম্মত সমাধানের পথ তৈরি করতে’ তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, দিন দিন বিক্ষোভ তীব্র হওয়ায় এবং জনগণের চাপ চরমে পৌঁছানোয় তার পদত্যাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাজধানী কাঠমান্ডু ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভকারীরা রাজপথ দখল করে বিক্ষোভ চালান। অলি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবাসহ একাধিক শীর্ষ নেতার বাড়িতে হামলা চালানো হয়। শাসক দল ও বিরোধী দলের কার্যালয়ও ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছে।

এদিকে সিভিল সার্ভিস হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক মোহন রেগমি বিবিসিকে জানিয়েছেন, মঙ্গলবারের বিক্ষোভে দুইজন নিহত হয়েছেন এবং অন্তত ৯০ জন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাণহানির ঘটনার পর নেপালজুড়ে পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যাপক তৎপরতা চালালেও বিক্ষোভকারীদের দমাতে পারছে না। আন্দোলনকারীরা শুধু নেতৃত্ব পরিবর্তন নয়, দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিক সংস্কার ও জবাবদিহি নিশ্চিতের দাবিতে অনড় রয়েছেন।

সুত্র: যুগান্তর।